5

দৈনিক জনকণ্ঠ

11 MAR 1997
তারিখ
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

২০ হাজার স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

আহমেদ দীপু

সরকার দেশে বিশ হাজার স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। সর্বস্তরের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে এসব বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

যেসব গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে সেই গ্রামগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই চার হাজার স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দু'হাজার সালের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে। মেট্রোপলিটান থানাগুলো বাদ দিয়ে দেশের প্রতিটি থানায় এই বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সঙ্গে শিক্ষার প্রসারের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর দেন। এরই অংশ হিসাবে এই বিশ হাজার স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

স্যাটেলাইট স্কুলগুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থাকবে। যেসব গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই বা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিন্তু দূরে এবং নদী, খাল-বিল পার হয়ে যেতে হয়; মোট কথা দূরত্বের কারণে ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে চায় না, তাদের শিক্ষাদান নিশ্চিত করার জন্যই দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুল চালু করা হচ্ছে। এছাড়া যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর সেই স্কুলের পাশেও স্যাটেলাইট স্কুল নির্মাণ করা হবে।

সূত্র জানায়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন স্কুল ঘর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আপাতত ভাড়া বাড়িতেই স্কুল বসছে। প্রতিমাসে তিন শ' টাকা হিসাবে গ্রামের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্কুলের কাজ শুরু হয়েছে।

এসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও নতুন নীতিমালা রয়েছে। এতে প্রথম শর্ত হচ্ছে মহিলাদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হবে। প্রতি স্কুলে দু'জন শিক্ষক থাকবে। এঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস। অপর শর্ত হচ্ছে শিক্ষকের বাড়ি অবশ্যই স্কুলের দুই বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে। প্রায় সমস্ত দিনই শিক্ষকরা যাতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কোন না কোনভাবে মিশতে পারেন, সে কারণে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। পার্বত্য এলাকার স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে যদি কোন গ্রামে মহিলা শিক্ষক পাওয়া না যায়, তবে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্য নীতিমালা শিথিল করা হয়েছে। শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীর মায়েদের নিয়ে প্রতি মাসে মা সমাবেশ করতে হবে। এছাড়া স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথেও তাদের বৈঠক করতে হবে।

স্যাটেলাইট স্কুল প্রকল্পের এক শীর্ষ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে স্কুলে ক্লাস হবে। আপাতত শিক্ষকদের প্রতিমাসে পাঁচ শ টাকা হিসাবে বেতন দেয়া হবে। আগামীতে এই বেতন কাঠামো বাড়ানো হতে পারে। আগামীতে স্কুলগুলোতে ক্লাসের সংখ্যাও বাড়ানো হতে পারে।